একটি ফোন নম্বর যেভাবে একজন সন্ত্রাসবাদীকে থামিয়ে দিতে পারে

শেয়ার আমেরিকা - ৩ মে, ২০১৮

(স্বত্ব: শাটারস্টক)

২০১৪ সালে রুটিন কাজের অংশ হিসেবে ফ্লাইট রিজারভেশন উপাত্তে চোখ বোলাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কর্মকর্তাদের চোখে ধরা পড়ে কিছু সন্দেহজনক জিনিস। দেখা গেল, ইয়েমেনি এক নাগরিকের সৌদি আরব থেকে ওয়াশিংটন ভ্রমণ করার কথা রয়েছে। লোকটার ফোন নম্বর এবং ইমেইল ঠিকানার সঙ্গে সন্দেহভাজন এক সন্ত্রাসবাদীর যোগ আছে। আরো গভীরে খোঁজখবর করে এই যোগসাজশ নিশ্চিত হওয়া যায়।

পরবর্তীতে পররাষ্ট্র দপ্তর ওই ভ্রমণকারীর ভিসা বাতিল করে দেয় এবং বিমান সংস্থাটি তাঁর আকাশযাত্রী হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়। সন্ত্রাসীদের এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমানো প্রতিহত করার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় এ ধরনের উপাত্ত খুবই জরুরি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের সন্ত্রাসবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ক অ্যাম্বাসেডর নেথান সেলস এ বছরের গোড়ার দিকে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে পাড়ি জমানোর আগেই এইসব হুমকিকে থামিয়ে দেওয়া সকলের কর্তব্য।'

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবের ওপর আলোচনার উদ্যোগ নেয়। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী, জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যদেশ আঙ্গুলের ছাপসহ আরো নানান উপাত্ত সংগ্রহ করবে। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদীরা যাতে উড়োজাহাজে উঠতে না পারে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে না পারে বা সনাক্তকরন এড়াতে জটিল ভ্রমণপথ অনুসরণ করতে না পারে, সে লক্ষ্যে ভ্রমণকারীদের তথ্য একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে সদস্য দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের ওই প্রস্তাবে। সেলস বলেন, এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলে দেশগুলো পেয়েছে 'পরিবর্তনশীল সন্ত্রাসবাদী হুমকি মোকাবিলায় নতুন এক ঝাঁক উপকরণ'। এই প্রস্তাব 'ইউএনএসসিআর ২৩৯৬' নামে পরিচিত।

প্রস্তাবে জাতিসংঘের সদস্যদের সুনির্দিষ্টভাবে যা যা করতে বলা হয়েছে, সেগুলো হলো:

- সন্ত্রাসবাদীদের সনাক্ত করতে 'বায়োমেট্রিক' উপাত্ত, যেমন আঙ্গুলের ছাপ, সংগ্রহ করা।
- জানা অথবা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের নজরদারি তালিকা বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা।
- অজ্ঞাতপূর্ব সন্ত্রাসবাদীকে সনাক্ত করতে নাম, ফোন নম্বর এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তসহ উড়োজাহাজ রিজার্ভেশন সংক্রান্ত উপাত্ত ব্যবহার করা।

এসব উপকরণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে আসছে বহু বছর ধরে। যেমন, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশ সফরকারী ১৩৪ জন জ্ঞাত অথবা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আঙ্গুলের ছাপ আদান-প্রদান করার মাধ্যমে।

সেলস বলেন, এইসব অত্যাধুনিক ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে যাতে কার্যকর হয়, তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তৈরি হয় ২০১৪ সালে। সেবার শ্রীলংকান এক নাগরিককে সনাক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের এক মিত্র দেশ আঙ্গুলের ছাপ চাইলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। ওই নাগরিকটি মিত্র দেশে আশ্রয়ের আবেদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র দেখলো, ওই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ জ্ঞাত অথবা সন্দেহভাজন এক সন্ত্রাসবাদীর আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মেলে। পরিণামে ওই ব্যক্তির আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

এ বছরের শুরুর দিকে সেলস বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজ নিজ দেশে ফিরতে শুরু করেছে রণক্লান্ত সন্ত্রাসীরা, কিংবা তারা তৃতীয় কোনো দেশে গিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যরা বায়োমেট্রিক উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে – আইএসের গুপ্ত ঘাঁটি, অবিস্ফোরিত আইইডি এবং ধরা পড়া বিদেশি যোদ্ধাদের কাছ

থেকে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয়। এই উপাত্ত জ্ঞাত বা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের ভ্রমণ প্রতিহত করতে সহায়ক হতে পারে।

'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা সংক্রান্ত উপাত্ত একে অপরের সঙ্গে বিনিময়ে যতো প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে' দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান সেলস। তিনি বলেন, জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উপযুক্ত সম্পদ ও সামর্থ্য যেসব অংশিদার দেশের নেই, তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত।

তিনি বলেন, 'আমাদের শত্রুরা নিরন্তর নিজেদের বদলে নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আমাদের অংশিদারদেরও একই গতিতে বদলে যেতে হবে।